১০. উপাসনা

রবিবারে গির্জায় যাওয়াই কেবল উপাসনা নয়, বরং তার থেকে আরো অনেক বড় কিছু। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ আলাদা জীবনের পথ। উপাসনা হলো ঈশ্বরের আহবানে আমাদের ব্যক্তিগত সাড়া দেওয়া - এর মাধ্যমে আমরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কেন আমরা উপাসনা করি এবং কি কি উপায়ে।

মূল পাঠ: মার্ক ১৪:১-৯

একজন নারীর পক্ষে যিশুর দেহকে মূল্যবান আতর দ্বারা অভিষিক্ত করার জন্য এর চেয়ে আর ভাল কোন সময় ছিল না। যিশু জানতেন যে সে আর মাত্র দুইদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে - তিনি ছিলেন একাকী, তিনি তার বিশ্বাসঘাতকতাকারী আর ঘনিষ্ট বন্ধুদের সাথে খাবার খেলেন, তবে তারা বুঝতে পারেনি। এমন সময়, একজন মহিলা বিনম্রভাবে যিশুর কাছে এসে মোহরাঙ্কিত শ্বেত পাথরের একটি জার ভেঙ্গে এর সমস্ত সুগন্ধি যীশুর মাথায় ঢেলে দিল। সুগন্ধি এই তেল যখন যীশুর মুখমন্ডল বেয়ে পড়ছিল, মহিলাটির সতস্ফুর্ত এই ভালবাসা আর উপাসনা উপেক্ষা করে, শিষ্যরা মুখ কামড়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে।

১. ৬ পদে যিশু কেন বলেছিলেন যে "ও তো আমার জন্য ভাল কাজই করেছে"?
২. উদ্ধার পর্বের সন্ধ্যায় গরীবদের উপহার দেওয়া ছিল যিহুদীদের একটি রীতি। শিষ্যদের এই অভিযোগ (মথি ২৬:৮) কি আসলে সত্য অভিযোগ ছিল?
৩. সুগন্ধির এই আতরের মূল্য ছিল প্রায় একবছরের মজুরীর চেয়েও বেশি। ঈশ্বরের কাজের জন্য আপনি কি স্বেচ্ছায় এই পরিমান অর্থ দেবেন? এই মহিলার এই আত্মত্যাগ কি ঈশ্বরের জন্য করা কাজ ছিল নাকি এটি কোন তুচ্ছ-গুরুত্বহীন কাজ ছিল?
৪. তার এই কাজ কিভাবে এক ধরণের উপাসনা ছিল?

সত্যিকার উপাসনা

পৃথিবী জুড়ে জতি, সংস্কৃতি, স্থান বা সময় ভেদে মানুষেরা কিছু না কিছুর উপাসনা করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা মূর্তির উপাসনা করে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা পৃথিবীর (বা মাটির) উপাসনা করতেন, প্রাচীন মিসরীয়েরা প্রকৃতি দেবতার উপাসনা করত, এবং জাপানীরা তাদের সম্রাটদের উপাসনা করত। আজকের দিনে মানুষ নিজেদের সম্পদের, নেতা-নেত্রীদের, মানবাধিকারের, গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার উপাসনা করে।

আমরা যখন শ্রদ্ধা, ভক্তি আর সম্মান প্রদর্শণ করি তার মাধ্যমে আমরা উপাসনা করি। কেন মানুষ কোন কিছুতে সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা চালায়? এর উত্তর খুবই সাধারণ - ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ তার উপাসনা করে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নিজেদের থেকে মহৎ কিছু উপাসনা করার আকাঙ্খা রয়েছে।

বাইবেলের ঈশ্বরই যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সেই প্রমানের কোন অভাব নেই এবং তা অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই, তবুও বেশিরভাগ মানুষ সত্যকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন মিথ্যা ঈশ্বরের আস্থা স্থাপন করে। সত্যকে উপেক্ষার জন্য আমাদেরকে এক বড় মূল্য দিতে হয় - আর তা হলো অনন্ত মৃত্যু। ঈশ্বর মিথ্যা উপসনাকে ঘৃনা করেন। যে ব্যক্তি সত্যপথ ত্যাগ করে সেচ্ছাকৃতভাবে এবং মিথ্যাকে গ্রহন ঈশ্বর কেন সেসব বিশ্বাসহীন ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করবেন?

অধ্যায় ২ - বাইবেলে বিশ্বাসের কারণসমুহ দেখুন।

তাহলে সত্যিকার উপসনা আসলে কি? যিশু তার কথা দ্বারা সত্যিকার উপাসনার একটি সুন্দর সারমর্ম দিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

> তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে। তার পরের দরকারী আদেশটা প্রথমটারই মত - তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। মোশির সমস্ত আইন কানুন এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষা এই দু'টি আদেশের উপরেই নির্ভর করে আছে (মথি ২২:৩৭-৪০)

যিশু এই আদেশগুলো পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫ এবং লেবীয় ১৯:১৮ থেকে উল্লেখ করছিলেন। পুরাতন নিয়মের আইনই হোক বা নতুন নিয়মের নিয়ম অনুসারেই হোক, ঈশ্বরকে খুশি করার উপায় কেবল একটিই।

> আসল উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে। পিতাও এই রকম উপাসনাকারীদেরই খোঁজেন। (যোহন ৪:২৩)

প্রকৃত উপাসনা হলো ঈশ্বরকে সম্মান করা। আমরা প্রার্থনা, গান, প্রশংশা, উপবাস বা উৎসব, রুটি ভঙ্গা ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ, দয়াপূর্ণ কাজ, ভ্রাতৃপ্রেম, কাউকে সঠিক পথে আনা, দশমাংশ দেওয়া, শিক্ষা বা পরিচালনা দেওয়া বা অন্য যেকোন ভাবেই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিনা কেন আমরা তাকে সন্তুষ্ট করছি। আমরা যদি তাকে সন্তুষ্টই করে থাকি, তাহলে আমরা তার সঠিক ভাবে তার উপসনা করছি, আর এটিই কেবল তাকে উপাসনা করার একমাত্র উপায়।

> এস, আমরা মাথা নীচু করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই; আমাদের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুর সামনে হাঁটু পাতি। (গীতসংহিতা ৯৫:৬)

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

মিথ্যা উপাসনা:

যাত্রা পুস্তক ২৩:২৪-২৫; ৩৪:১৪; গণনা পুস্তক ২৫:৩-৫; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৯; ৫:৯; ৮:১৯; ১২:২-৭; বিচারকর্তৃকগণ ২:১২-১৯; ১ রাজাবলি ১২:২৮-৩৩; ২ রাজাবলী ১৭:২৪-৪১; দানিয়েল ৩:১-৩০; মথি ২৩:২৩-২৭।

সঠিক উপাসনার উদাহরণ:

২ বংশাবলি ২৯:২০-৩৬; নহিমিয় ৮:১-৮; ইয়োব ১:২০-২২; দানিয়েল ৬:১-২৮, সখরিয় ১৪:১৬-২১; মথি ২:১-১২।

নতুন নিয়মে উপসনা করার কিছু নির্দেশনা:

মথি ২২:৩৪-৪০; যোহন ৪:১৯-২৪; রোমীয় ১২:১; ১ করিন্থিয় ১১:১৭-৩৪; ইফিষিয় ৫:১৯-২০; কলসীয় ৩:১৬।

পুরাতন নিয়মের অধিনে উপাসনা

ইস্রায়েলিদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক: আমাকে ভালবাস এবং আমার কথামত চল, আমি তোমাদের আশির্বাদ করব। আমার কথা মেনে না চল আমি তোমাদের শাস্তি দেব।

> কাজেই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালবাসা ও সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করবার যে আদেশ আজ আমি তোমাদের দিলাম তা তোমরা বিশ্বস্তভাবে পালন করবে। তা করলে সদাপ্রভু সময়মত, অর্থাৎ শরৎ ও বসন্তকালে তোমাদের দেশের উপর বৃষ্টি দেবেন যার ফলে তোমরা প্রচুর শস্য, নতুন আংগুর-রস ও তেল পাবে। সদাপ্রভু তোমাদের পশুপালের জন্য মাঠে ঘাস হতে দেবেন। তাছাড়া তোমরাও প্রণ ভরে খেতে পাবে। তোমরা কিন্তু সতর্ক থেকো, তা না হলে তোমরা ছলনায় পড়ে সদাপ্রভুর কাছ থেকে সরে যাবে এবং দেব-দেবতার সেবা ও পূজা করবে। এতে তোমাদের উপর সদাপ্রভুর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং তিনি আকাশের দরজা বন্ধ করে দেবেন যার ফলে বৃষ্টিও হবে না এবং জমিতে ফসলও হবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৩-১৭)

পুরাতন নিয়মের সময়ে ইসরায়েলিদেরকে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় উপাসনা করতে হত - আর সেটি ছিল মোশির নিয়ম (আইন)। উৎসর্গ, শারীরিক বিধান এবং পবিত্র দিনের নিয়গুলোকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করা হত। সেচ্ছায় উপাসনার এই নিয়ম বা আইনগুলো পালনের মাধ্যমে ইস্রায়েল আশির্বাদ পেতে পারত।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মোশির নিয়মের এই আইনগুলো অপ্রয়োজনীয়, জটিল এবং তা মেনে চলা অসম্ভব। তবে এই আইনগুলো দেওয়া হয়েছিল বিশেষ কিছু কারনে - এগুলো ইস্রায়েলীদের শিখিয়েছিল যে তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় এগুলো তাদের নম্র হবার শিক্ষা দিয়েছিল, এবং সত্য ঈশ্বরের উপাসনায় তাদের মননিবেশ করতে সাহয্য করেছিল। যা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল আচরণ বা মনোভাব: আপনি যদি আপনার সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাহলে আপনি তাকে খুশি করতে চাবেন, আর আপনি যদি তাকে খুশি করতে চান তাহলে আপনি তার কথা মেনে চলবেন। আপনি যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে মেনে চলেন তাহলে তা মিথ্যা উপাসনা।

যিশু ফরীশীদের বিরুদ্ধে বলার সময় মিথ্যা উপসনার একটি অনেক পরিষ্কার উদাহরণ দিয়েছেন। একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

> ভন্ড ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ধিক আপনাদের! আপনারা পুদিনা, মৌরি আর জিরার দশ ভাগের এক ভাগ ঈশ্বরকে ঠিকমতই দিয়ে থাকেন; কিন্তু ন্যায়, দয়া এবং বিশ্বস্ততা, যা মোশির আইন-কানুনের আরও দরকারী বিষয় তা আপনারা বাদ দিয়েছেন। আগেরগুলো পালন করবার সংগে সংগে পরেরগুলোও পালন করা আপনাদের উচিত। আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান।... আপনারা চুনকাম করা কবরের মত, যার বাইরের দিকটা সুন্দর কিন্তু ভিতরটা মরা মানুষের হাড়-গোড় ও সব রকম ময়লায় ভরা।(মথি ২৩:২৩-২৭)

এই পদগুলো আমাদের জন্য একটি পরিষ্কার বার্তা বহন করে: উপাসনা কেবল মাত্র আইন-কানুন বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করা নয়, এটি হতে হবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের ভালবাসার সাড়া।

নতুন নিয়মের অধিনে উপাসনা

নতুন নিয়ম হোক বা পুরাতন নিয়মই হোক কিভাবে আমরা ঈশ্বরের উপসনা করি তা একই - আমরা তার উপাসনা করি সত্যে এবং আত্মায়। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় আমরা তা করি তা ভিন্ন।

নতুন নিয়মে বেশ কিছু নিয়ম বা আইন রয়েছে, যা মূলত কিছু নীতিমালা - এমন কিছু নীতিমালা যা ইসরায়েলিরা উপেক্ষা করেছে। ফরীশীদের বিরুদ্ধে যীশুর বলা কথাগুলো আরেকবার ভেবে দেখুন "ন্যায়, দয়া এবং বিশ্বস্ততা - আইন-কানুনের আরও দরকারী বিষয় তা আপনারা বাদ দিয়েছেন"। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমারা অবশ্যই এই নিয়মগুলো (এবং অন্যান্য নীয়ম-নীতিগুলো) মেনে চলব। পৌল এ বিষয়টির সারমর্মে বলেছেন:

> তাহলে ভাইয়েরা, ঈশ্বরের এই সব দয়ার জন্যই আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তোমরা তোমাদের দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ হিসাবে ঈশ্বরের হাতে তুলে দাও। সেটাই হবে তোমাদের উযুক্ত সেবা (বা উপাসনা) (রোমীয় ১২:১)

ঈশ্বরের প্রশংসা করা

গান এবং প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা যে ঈশ্বরের প্রশংসা করি তা আমাদের উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যখন ঈশ্বরের প্রশংশা করি, তার মধ্যে দিয়ে আমরা তাকে জনাই তার বিষয় আমরা কেমন অনুভব করছি। গীতসংহিতায় এমন অনেক অসাধারণ প্রশংসার উদাহরণ রয়েছে। এই প্রশংসাগুলোতে প্রায়ই ঈশ্বরের স্বভাব কেমন বা তিনি পূর্বে তার লোকদের সাথে কিভাবে কাজ করেছেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

> হে সমস্ত জাতি, সদাপ্রভুর গৌরব কর; হে সমস্ত লোক, তাঁর প্রশংসা কর; কারণ আমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ভালবাসা প্রচুর আর তাঁর বিশ্বস্ততা চিরকাল স্থায়ী। সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক। (গীতসংহিতা ১১৭)

পরামর্শ: আপনার নিজের প্রশংসায় গীতসংহিতার একটি গান পড়ার চেষ্টা করুন।

সারাংশ

উপাসনা হলো ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়া, যার মাধ্যমে আমরা তাকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করি। ঈশ্বরের উপাসনা করার মানে হলো তাকে ভালোবাসা, সম্মান করা এবং তাকে মেনে চলা। আমরা বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরে উপাসনা করতে পারি, তা হতে পারে আমাদের প্রার্থনা, গান, প্রশংসা, ধ্যান অথবা ব্যক্তিগত উদ্যেগে তার জন্য কোন কাজ করা।

চিন্তার উদ্দীপক

১. নিচের বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে পড়ুন এবং ভেবে দেখুন।
   - কয়িন এবং হেবল দু'জনেই উৎসর্গ করেছিল (আদিপুস্তক ৪:১-১৬);
   - নাদব এবং আবীহূ নির্দেশনার বাইরে আগুন উৎসর্গ করেছিল (লেবীয় ১০:১-২);
   - দায়ূদ সম্মূখ (বা পবিত্র) রুটি খেয়েছিল (মথি ১২:৩-৪);
   - অননিয় আর সাফীরা মন্ডলীতে দান দেবার বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছিল (প্রেরীত ৫:১-১০);
   - যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছিলেন (মথি ৩:১৬-১৭)।

   কেন ঈশ্বরের উত্তর প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা ছিল? এই ঘটনাগুলো উপসনার বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়?

২. আপনি কখন, কোথায় এবং কিভাবে উপাসনা করেন তা ভাবুন। আপনি যেভাবে ঈশ্বরকে সম্মান দেখান তা কি তাকে খুশি করে বলে আপনি মনে করেন? কিভাবে আপনি আপনার উপাসনার উন্নতি করতে পারেন?
৩. বাদ্যযন্ত্র এবং সংগীত উপাসনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচের পদগুলো পড়ুন:
   ১ বংশাবলী ১৫:২৭-২৯; ১৬:৩৯-৪৩; গীতসংহিতা ১৫০; ইফিষীয় ৫:১৯-২০; কলসীয় ৩:১৬।

   ক. আপনার উপাসনায় সহযোগীতার জন্য আপনি কিভাবে সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন?
   খ. সংগীত বা বাদ্যযন্ত্র কিভাবে আমাদের উপাসনায় সাহায্য করে?
   গ. উপাসনায় সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের গুরুতপূর্ন দিকগুলো কি কি?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. পুরাতন এবং নতুন নিয়ম থেকে বিভিন্ন লোক খুজে বের করুন যারা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন? এই উদহরণগুলো থেকে আপনি কি শিক্ষা পান?
২. নতুন এবং পুরাতন নিয়মের অধিনে উপাসনা করার যে পার্থক্যগুলো রয়েছে তার একটি সারাংশ তৈরী করুন।

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *The genius of decipleship* লেখক Dennis Gillett (The Christadelphian কর্তৃক ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)। ২১ এবং ২২ অধ্যায়, ১০ পৃষ্ঠা।

আরো দেখুন

৬. ঈশ্বর কেমন
৯. প্রার্থনা
১৩. মূর্তিপূজা
১৪. পবিত্রতা এবং বাধ্যতা
৩৬. প্রভূর ভোজ
৫৩. সহভাগীতা
৫৭. বিশ্রামবার পালন করা